আত্মার সুঁই

আত্মার সুঁই ২ আত্মার সুঁই ৩ আত্মার সুঁই ৪

আত্মার সুঁই ৫ আত্মার সুঁই ৬ আত্মার সুঁই ৭

আত্মার সুঁই ৮ আত্মার সুঁই ৯ আত্মার সুঁই ১০

আত্মার সুঁই
ওয়ালী উল আলিম

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

আত্মার সুঁই	ওয়ালী উল আলিম
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	চারু পিন্টু
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Writer
Atmar Sui *(A Poem By)*	Wali Ull Alim
Cover Design	Charu Pintu
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	350.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-3-7
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উৎসর্গ

আমার আমি'কে
আমার আমি'কে চেনো তো তুমি?

আমাদের বাঁচার কথা ছিল। কথা ছিল প্রজাপতির মতো উড়ব। কথা ছিল, বগা লেকের শান্ত জল আশান্ত করব আমরা চাঁদের আলোয়। তারপর সেই ভেজা শরীরে আবারও ভিজব। আবারও ভিজব। কথা ছিল, অজস্র সমুদ্র সৈকত আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী হবে। কথা ছিল, আমাদের ছায়াদের আবারও ভাসাবে সমুদ্রের ফেনা।

আমরা কথা রাখব।

কবির কথা

তুমুল প্রেম কখনও বানের মতো আসে না
আসে জোয়ারের মতো
প্রস্থান তার ভাটার নিঃশব্দে
শুধু পড়ে থাকবে ভালোবাসার পলি
সেই উর্বর পলিতে কোনো চাষ হয় না
পলি মাড়িয়ে আর আসে না জোয়ার
কারণ
সত্যিকারের তুমুল ভালোবাসার জোয়ার
জীবনে একবারই অনুভূত।

সূচিপত্র

সাকির নেশায় বিভোর যে ১১
কবি ১২
অমরত্বের বাঁক ১৩
সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ১৪
চাতক মানে আর্তনাদকারী পাখি ১৫
হাওয়াইমিঠাই মেঘ ১৬
একটা পদ্মের দাম জানো তো? ১৭
কোথাও এতটুকু আশ্রয় নেই ১৯
মৃত্যুর গল্প ২০
সীমাহীন ভালোবাসি ২৩
বৃষ্টির কান্না ২৪
আত্মার সুঁই ২৫
মহাজাগতিক ডুবুরি ২৬
আহত দেবতা ২৮
তীর্থের কাক আমি এক
তিতিরের শরীরে ২৯
ঘুমন্ত এক বোহেমিয়ান মন ৩০
শঙ্খচিল আর রোদ্দুর ৩২
উচ্ছ্বাস ৩৩
বন্দনা ৩৪
নস্টালজিয়া ৩৫
আলিঙ্গন ৩৬
বলছো তুমি ৩৭
বিজ্ঞাপন ৩৮
কায়া ৩৯
কিশোরী ৪০
প্রশ্ন ৪১
আমার আমি ৪৩
ফেরা ৪৪
দেবতার অভিযোগ ৪৫
শেষ বিকেলে ৪৮
অসহায় মৃত্যু ৪৯
আলাদিনের জিন ৫০
নিয়ম ৫১
সবুজ সন্তান ৫২
একলা প্রেম ৫৪
৫৬ দোয়াত, কলম আর স্বপ্ন
৫৭ ঘেউ
৬০ ছাগল একটা বসেছিল বনে
৬৩ মনের জেনানা
৬৪ হারামের দখলে
৬৫ বিপ্লব
৬৭ ইচ্ছে
৬৮ তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় কিছু কথা বলতে চাই
৭০ মাঝির জন্য কাঁদবে কি কেউ?
৭২ কেন্দ্রীভূত কেন্দ্র
৭৩ শূন্যতা
৭৫ দোস্তি
৭৬ কবিতা
৭৭ মরণোত্তর ভালোবাসা
৭৮ নামহীন কবিতা
৭৯ ভালোবাসার ওম
৮০ কবি আর অশ্বত্থ
৮২ কঠিন সময় এভাবেই পার করতে হয়
৮৩ অতীন্দ্রিয় গল্প
৮৪ মন বাঁধন
৮৫ হিমু
৮৮ সংখ্যালঘু প্রেম
৯০ স্বপ্নপালক
৯১ ভালোবাসার ওম ২
৯২ স্বেচ্ছাচারী
৯৩ উড়াল দিতে মন চায়
৯৬ কষ্টে আছে কবিও
৯৮ দলিত প্রেম
৯৯ মহাপ্রলয়
১০০ নো ম্যানস ল্যান্ড
১০১ গহিনের ভালোবাসা ২
১০৩ খোদার কসম
১০৪ কোনো একদিন সকালে যখন আমি মৃত

আকাঙ্ক্ষা ১০৬
রামায়ণের ফাঁস ১০৭
মন ভালো নেই ১০৮
নিস্তব্ধ সময় ১১০
নীলাদ্রি ১১২
বিলুপ্ত ১১৫
ঈশ্বরের চাবুক ১১৬
খুনি ভালোবাসা ১১৭
১১৯ তোমাকে চাই
১২১ আমার একটা বাবা ছিল
১২৩ বিধির জগৎ বড্ড নিখুঁত
১২৫ ব্যক্তিগত কবি
১২৭ হয়তো
১২৮ প্রকৃতি
১২৯ গহীনের ভালোবাসা ২
১৩২ আহা জীবন

সাকির নেশায় বিভোর যে প্রাণ

ভাবতে বসে অবাক ভাবুক
ভাবছে শুধু ভাবনা,
অনিশ্চিতের নেশায় কাতর
ওটাই না হয় থাক না।

প্রেম কখনো হয় না সুখী
দুঃখে যে তার সুখের বহর,
অনাহূত একটু ছোঁয়া
আবেশে এক জাগায় নহর।

সস্তা জীবন ক্লান্ত ভীষণ
ক্লান্ত যে তার আস্ত সময়,
সাকির নেশায় বিভোর যে প্রাণ
সাধ্য যে কার তাকে থামায়?

শুদ্ধ হতে সময় বাকি
বৃদ্ধ হতে কেউ যে না চায়,
অবাক করা আশার আলোয়
ভালোবাসার নেই কোনো দায়।

বুকের মাঝে মুখটি রেখো
হাতটি রেখো আঙুল ফাঁকে,
ভালোবাসা লুকিয়ে রেখো
তোমার দেহের বাঁকে বাঁকে।

কবি

একদেশে এক কবি ছিল
কবির মাথায় শব্দ ছিল
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন ছিল,
কবির ছিল সোহাগ করার সাধ।
তবুও কবির দারুণ রকম লজ্জা ছিল।

পরান নিয়ে কবির অনেক ব্যথা ছিল
নকশিকাঁথার রঙিন সুতোয়
কবির অনেক গল্প ছিল।

কবির ছিল বন্ধু অনেক
বুঝত না কেউ কবির ভাষা
তবুও তারা বন্ধু ছিল।

কবির একটা আবেগ ছিল
ডাগর চোখের সেই আবেগে
কবির মরণ লেখাই ছিল।

কবির ছিল পকেটভরা সুখ
তবুও কবি দুঃখ নিয়েই
স্বাধীন ছিল।

কবির কাছে এমন ছিল অনেক কিছুই
যা ছিল না কারোর কাছে
তবুও কবি সবকিছু যে বিলিয়ে দিল।

অমরত্বের বাঁক

নিষ্ঠুর প্রেম
বসেছিল অনভ্যস্ত কোনো
জানালার ডালা খুলে,
কেউ যেন কতদিন খোলেনি
সেই জানালার কপাট,
কতদিন পায়নি সে ওই
পুবালি বাতাসের মূর্ছনা।

দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সম্ভোগ
মিলেছিল ওই সমুদ্রের ঘেরায়,
তবুও আকাশ ভরা জোছনায়
তার কপোলে ছিলে আমার চুমু,
হাজারও তারার মর্গে
তার তারাই ছিল জীবন্ত।

বোহেমিয়ান মন হারিয়ে এক নিসর্গে
তার প্রার্থনার তুমুল দৃষ্টি
সাজিয়েছিল অমরত্বের ডাক,
সেই ডাকেই মরণ যেমন
সেই ডাকেই জীবন হারায় বাঁক।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

হারিয়ে গেছে হঠাৎ করে অবাক ভালোবাসা
হারিয়ে গেছে হঠাৎ করে অল্প কিছু আশা।
হারিয়ে সে তো যায়নি কভু
হারিয়ে গেছে ভুল,
হারিয়ে গেছে স্বপ্ন মনের
হারিয়ে গেছে কূল।

হারিয়ে পথে বিনোদিনী
হারিয়ে হাজার সুখ,
হারিয়ে গিয়েই খুঁজছি সবাই
হারিয়ে যাওয়া মুখ।

হারিয়ে গেছে সাঁঝের বিকেল
হারিয়ে গেছে কায়া,
হারিয়ে গিয়েও যায় না হারায়ে
হারিয়ে যাওয়া মায়া।

হারিয়ে গেছে সোনালি সে ভোর
হারিয়ে গেছি আমি,
হারিয়ে হারাতে হাওয়ার স্রোতে
হারিয়ে গেছেন রুমি।

হারিয়ে পথে শামসেরই গান
হারিয়ে যাওয়া প্রেমে,
হারিয়ে পথিক খুঁজছে সে পথ
হারিয়ে যাওয়া নামে।

(অসমাপ্ত কবিতা। কেউ নিশ্চই হারিয়ে গিয়ে সমাপ্তি টানবে।)

চাতক মানে আর্তনাদকারী পাখি

তুমি হারিয়ে গেলে সীমাহীন নিস্তব্ধতায়
আর নিস্তব্ধতা হারিয়ে গেল তোমাতেই।
কী প্রলয়ংকরী ভালোবাসার আবেশ
সর্বগ্রাসী যাবতীয় অনুভূতি আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা,
নিদারুণ তাড়নায় ছুঁয়েছিল সমস্ত অস্তিত্ব
নিস্তব্ধ নগরীকে করেছিল বড় আপন।

পাহাড়িয়া বাতাসে ভেসে আসা বাঁশির শব্দ
তাই অনুভূত এই কংক্রিটের শহরে;
বহুদিন হয়নি শোনা ওই স্বরের কম্পন
তারও বেশি যেন হয়নি বলা কাউকে
সঞ্জীবনী প্রাণের পাগল ধারক।

বড় অস্থির সময়ে আমাদের যাতায়াত
বাঁধতে চেয়েও হয় না বাঁধা সুরে,
গল্পগুলো যেন অন্য কারো অধিকারে
শোনায় অসময়ের নীরবতা।

চাতক পাখি শুধু নামেই ছোঁয় প্রাণ
চাতকের সত্যিকারের ব্যর্থতা
সে তো চাতকই জানে;
তবুও আকাশে ওড়ে সে এবং অস্থির সময়
নির্বিবাদে প্রশান্ত মেঘে ভাসিয়ে দেয়
চিৎকার আর সময়ের গতি।

চাতক শব্দেই সবার আগ্রহ
কয়জন জানে চাতকের নামের অর্থ?
আর্তনাদকারী পাখিতে সবার আগ্রহ
বেশি সময় থাকে না।

হাওয়াইমিঠাই মেঘ

এক আকাশে মেঘ জমলে
পাশের আকাশও মেঘ জমায়
কী অদ্ভুত না!

দুই আকাশেরই দোস্তি বহু পুরানো
আকাশগুলো তখন এমন ছিল না,
ঝলমলে একেকটা রঙিন স্বপ্ন ছিল।

হঠাৎ করেই আকাশগুলো দখল হয়ে গেল
আমিও হলাম বহু আকাশের অংশীদার;
কিছু মেঘ চলতে চলতে সীমানা ভেঙে
চলে এলো আমার আকাশে,
আমি বৈশাখী মেঘকে ডেকে বললাম,
এই মেঘগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে আসো;
স্বচ্ছ মিষ্টি মেঘ হঠাৎ ঘামতে শুরু করল
ঝরাল মুষলধারে বৃষ্টি।

বৈশাখী মেঘ বলল, থাক না এখানে,
আমাদের তো কোনো হাওয়াইমিঠাই মেঘ নেই;
সেই থেকে গুরুগম্ভীর বৈশাখী মেঘের মাঝে
হাওয়াইমিঠাই মেঘ জ্বলজ্বল করে জ্বলে রইল।

978-984-98389-3-7
978-984-98389-3-7